গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-২ অধিশাখা

স্মারক নং- ৪৬.০১৮.০৩০.০০.০০.০০৬.২০১১(অংশ-১). ৬১ তারিখঃ ১৫.০৩.২০১২ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ **গ্রাম আদালত আইন যথাযথভাবে কার্যকর করণ এবং এ সম্পর্কে ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য ও ইউপি সচিবগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নের জনগণের কিছু বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০০৬ সালে গ্রাম আদালত আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। গ্রাম আদালত কিছু দেওয়ানী ও কিছু ফৌজদারী মামলার বিচার করতে পারে। কোন এক পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উভয় পক্ষের মনোনীত দু'জন করে মোট ৪জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। গ্রাম আদালতে বিচার্য মামলা অন্য কোন ফৌজদারী আদালত ও দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। গ্রাম আদালত গঠন, এর এখতিয়ার, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও এর সুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করলে এবং যথাযথভাবে গ্রাম আদালত কার্যকর হলে দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আদালতগুলোতে মামলার জট অনেকটা হ্রাস পাবে বলে স্থানীয় সরকার বিভাগ আশা করে।

০২। গত বছরে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অনেক নতুন ব্যক্তি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো গ্রাম আদালত সম্পর্কে অবহিত নন। সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে অবহিত করা এবং সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালত চালুর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী।

০৩। এমতাবস্থায়, আপনার জেলায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং ইউপি সচিবদের জন্য যে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে সে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে গ্রাম আদালত আইন সম্পর্কে কমপক্ষে একটি সেশন অন্তর্ভূক্ত করাসহ গ্রাম আদালত আইন অনুসারে জেলার সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালত যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৫/৩/১২
(আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১৪১৯০

বিতরণ ঃ
১. জেলা প্রশাসক (সকল)।

অনুলিপিঃ
১। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।